সন্ত্রাসের দলিল 'কোরআন' এর দুটো সুরা

(২)

আকাশ মালিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

মদীনার প্রতিনিধি দলের অন্য একজন সদস্য, আব্বাস বিন্ উবায়দাহ্ বিন্ না'লা ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন- 'আপনারা সত্যই কি বুঝতে পারছেন, এই মানুষটির প্রতি আনুগত্য ঘোষনা করার পরিণতি কি দাঁড়াবে? তাঁর প্রতি আনুগত্যের অর্থ হলো, সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করা। এই মানুষটিকে নিমন্ত্রণের মা'নে হলো আপনাদের জান-মলের প্রতি নিশ্চিৎ বিপদ ডেকে আনা। সুতরাং গভীর ভাবে চিন্তা করুন। যদি আপনাদের মনে কোন প্রকার দুর্বলতা থাকে এবং মনে করেণ, বিপদ যখন আসবে তখন তাঁকে তাঁর শত্রুদের হাতে তোলে দেবেন, তাহলে এক্ষুনি তাঁকে ছেড়ে যাওয়া উচিৎ। কেননা, আল্লাহর কসম, অন্যতায় আমরা ভীষন ক্ষতিগ্রস্থ হবো ইহকালে ও পরকালে। আর যদি আন্তরিক ভাবে স্বীকার করে নেন যে তাঁর কাছে 'বয়াত' (দ্বীক্ষা) গ্রহনের কারণে যত প্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন আসুক না কেন মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছেন তাহলে আনুগত্যের শপথ নিন, আল্লাহ্র কসম এর বিনিময়ে আপনারা পুরস্কৃত হবেন দুনিয়া ও আখেরাতে'। এর পর সকলে এক বাক্যে ঘোষনা দেন- 'আমরা তাঁর জন্যে আমাদের সকল ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, পরিবার-পরিজন সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত এই 'বয়াত' 'দ্বিতীয় বাইয়্যাতে আকাবা' নামে অভিহত।

এদিকে মক্কার জনগনের বুঝতে বাকী রইলোনা যে, এই আনুগত্যের ফল কি দাঁড়াবে? অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নবী মুহাম্মদকে (দঃ) মক্কার মানুষ ভালভাবেই চেনেন। তারা বুঝতে পারলেন মুহাম্মদ (দঃ) এখন তাঁর বলিষ্ট নেতৃত্বের দ্বারা একটি সঙ্গ-বদ্ধ শক্তিশালী সমাজ তৈরী করে নেবেন। আর তা' হবে তাদের পুরাতন ধর্মের জন্যে নিশ্চিৎ মৃত্যুর পরোয়ানা। মক্কাবাসীর জীবিকার প্রধান উৎস ব্যবসা-বানিজ্যের দিক দিয়ে মদীনার গুরুত্ব তাদের অজানা ছিল না। মদীনার ভৌগুলিক অবস্থানটাও ছিল মক্কার কোরায়েশদের দুশ্চিন্তার কারণ। ইয়ামন ও সিরিয়ার মধ্যবর্তি বানিজ্য-পথে মালামাল নিয়ে যাতায়াতকারী বণিকদলকে মদীনা থেকে আক্রমন করা মুসলামানদের জন্যে খুবই সুবিধাজনক। তাদের ভয় হলো, মুসলামানগণ বণিকদলকে অনায়াসে আক্রমন করবে, আর তা হবে মক্কার অর্থনীতির মূলে চরম আঘাত। তায়েফ ও অন্যান্য শহর ছাড়াও শুধু মক্কার বণিকগনই এই পথে বৎসরে কমপক্ষে দুই লক্ষ দিরহাম মূল্যের সম্পদের বানিজ্য করতেন।

'বাইয়্যাতে আকাবা'র সংবাদ পেয়ে কোরায়েশগণ ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তারা প্রথমে মদীনার প্রতিনিধি দলকে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্ঠা করলেন। কিন্তু যখন দেখা গেলো একজন দুইজন করে মক্কার মুসলমানগণ স্বদেশ ছেড়ে মদীনায় চলে যাচ্ছেন, কোরায়েশগণ বুঝতে পারলেন, খুব শীঘ্রই মুহাম্মদ (দঃ) ও দেশত্যাগ করতে যাচ্ছেন। সুতরাং তারা এই ভয়ানক পরিস্থিতির চিরস্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে এক বৈঠক আহ্বান করলেন। বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, বনি-হাশিম ছাড়া কোরায়েশ বংশের

প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে লোক নেয়া হবে আর এরা সম্মিলিতভাবে মুহাম্মদকে (দঃ) হত্যা করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপায় রাসুলের (দঃ) দৃঢ় ঈমান ও অতুলনীয় দুরদর্শীতার কাছে তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেলো। নবীজী (দঃ) নিরাপদে মদীনায় চলে যেতে সক্ষম হলেন। কোরায়েশগণ তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে মদীনার একজন প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ উবায়কে মুহাম্মদের (দঃ) বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাইলেন। আব্দুল্লাহ্‌ নবীজীকে (দঃ) মদীনায় আশ্রয় দেয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কোরায়েশগণ আব্দুল্লাহ্‌র কাছে এই মর্মে পত্র লিখলেন- ‘তোমরা আমাদের লোকজনকে তোমাদের দেশে আশ্রয় দিয়েছো। তোমরা যদি এদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে না দাও, আল্লাহ্‌র কসম আমরা তোমাদের দেশ দখল করে নেবো, তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো এবং তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো’। চিটিটি আব্দুল্লাহ্‌র মনে নবীজীর (দঃ) প্রতি আরো ক্ষোভ বৃদ্ধি করলো বটে কিন্তু সে কোন প্রকার অনিষ্ঠ করার আগেই নবীর (দঃ) সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহন করণে তার সকল অপচেষ্ঠা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মদীনার অন্য একজন নেতৃস্থানীয় লোক সা’দ বিন মুয়াজ যখন ওমরাহ্‌ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গিয়েছিলেন, কা’বার দ্বার-প্রান্তে আবু জেহেল তাঁকে বাধা দিয়ে বল্লেন-‘ তুমি কি মনে করো তোমাকে শান্তিতে হজ্জ করতে দেয়া হবে, যখন তোমরা আমাদের দুশমনদেরকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছো এবং নিজ দেশে আশ্রয় দিয়েছো? তুমি যদি উমাইয়া বিন কাহাফের অথিতি না হতে আল্লাহ্‌র কসম এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারতে না’। সা’দ বল্লেন- ‘আবু জেহেল, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি যদি হজ্জ করতে আমাকে বাধা দাও তাহলে তোমাদেরকে এমন এক যায়গায় বাধা দেবো, যা হবে তোমাদের জীবন মরণ সমস্যা। আমরা মদীনার কাছে তোমাদের বানিজ্য-পথ বন্ধ করে দেবো’। আসলে এই ঘঠনার মধ্য দিয়েই ঘোষনা হয়ে যায় যে, আজ থেকে মদীনার মুসলমানদের জন্যে মক্কায় এসে হজ্জ করা আর মক্কাবাসীর জন্যে মদীনার পথ দিয়ে সিরিয়ায় বানিজ্য করা বন্ধ হয়ে গেলো। সত্যি বলতে কোরায়েশ ও অন্যান্য অমুসলিমদের বিদ্বেষী আচরণের জবাব দেয়ার, মুসলমানদের জন্যে এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। মদীনায় আসার পর মুসলমানদেরকে সঙ্গবদ্ধ করা ও মদীনার সম্ভ্রান্ত ইহুদীদের সাথে সমঝোতার প্রাথমিক কাজগুলো সেরেই মুহাম্মদ (দঃ) সর্বপ্রথম এই বানিজ্য-পথের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেণ। প্রথমে বানিজ্য-পথ ও লোহিত সাগর মধ্যবর্তি এলাকায় বসবাসকারীদের সাথে শান্তি চুক্তি বা মৈত্রী-বন্ধন সৃষ্ঠির চেষ্টা করেণ। সাথেসাথে পার্শ্ববর্তি অন্যান্য ছোট ছোট গোত্র যারা সমুদ্র উপকুল ও পাহাড়ি এলাকায় বাস করতেন তাদের সাথে তাবলীগের মাধ্যমে (মিশনারী কাজ) জোট-বদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ নেন। উভয় কাজেই নবী (দঃ) পূর্ণ সফলকাম হন। তারপর এই বানিজ্য-পথ ধরে মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশদের প্রতি হুশিয়ারী স্বরূপ ছোট ছোট দলের অভিযান প্রেরণ করতে থাকেন। একটি অভিযানে নবীজী (দঃ) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রথম হিজরীতে চারটি অভিযানের প্রথম অভিযান হামজা, দ্বিতীয় অভিযান উবায়দা বিন হারিস, তৃতীয় অভিযান সা’দ বিন আবি ওক্কাসের নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়। চতুর্থ অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রাসুল (দঃ)। দ্বিতীয় হিজরীতে আরো দুটি অভিযান সেখানে পাঠানো হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, সবগুলো অভিযানের কোনটিতেই কারো সাথে কোন প্রকার সংঘাত বা রক্তপাত হয়নি এবং কোন বণিকদলকে আক্রমন বা কারো মালপত্র লুন্টন করা হয়নি। আর

কোন অভিযানেই মক্কার মুহাজিরিন ব্যতিত মদীনার কাউকে পাঠানো হয়নি, যা'তে কোরায়েশদের মধ্যকার জ্বলন্ত আগুন নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সে আগুন অন্যান্যদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে মক্কার কোরায়েশগণ মদীনাভিমুখে সন্ত্রাসীদল প্রেরণ করে মানুষের ধন-সম্পদ লুটপাট শুরু করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ- তাদের একটি অভিযানে কুরজ বিন্ জাবির আল্ ফিহরির নেতৃত্বে একদল লোক মদীনার নিকটবর্তি এলাকা থেকে গবাদি-পশু চুরি করে নিয়ে যায়। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে, দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে আবু-সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে কোরায়েশদের বিরাট এক ব্যবসায়ীদল সিরিয়া থেকে ৫০ হাজার ডলার মূল্যের বানিজ্য-সামগ্রী নিয়ে মক্কা ফেরার পথে মদীনার অভ্যন্তরে এমন একটি এলাকায় এসে উপস্থিত হয় যেখানে আক্রমন করা মদীনাবাসির জন্যে খুবই সহজ। আবু-সুফিয়ান তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করলেন মুসলমানগণ তাদেরকে আক্রমন করবে। তার ভয় হলো, মাত্র ৩০/৪০ জন লোকের হেফাজতে বিরাট মূল্যের মাল-পত্র নিয়ে মদীনা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। আবু-সুফিয়ান সাহায্যের জন্যে মক্কায় একজন লোক পাঠালেন। লোকটি মক্কায় পৌছে চিৎকার করে ঘোষনা করলো- 'মক্কাবাসী, তোমাদের বণিক-দল মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন। মুহাম্মদ তার দলবল নিয়ে বণিক-দলের নিকটবর্তি হয়ে যাচ্ছে। যদি তোমরা অতি শীঘ্র বেরিয়ে না পড়ো, আমি জানিনা তোমরা তোমাদের মাল-পত্র উদ্ধার করতে পারবে কি না'। এই সংবাদে কোরায়েশগণ ভীষণ উত্তেজিত হলেন। তাদের বড় বড় নেতাগন তাতক্ষনিক যুদ্ধ-প্রস্তুতির ডাক দিলেন। অনুমানিক ১০০০ সৈন্যের স-সস্ত্র বাহিনী নিয়ে তারা মদীনাভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। তাদের উদ্দেশ্য শুধু বণিকদলকে উদ্ধার করাই নয় বরং উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে যা'তে এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয় সে লক্ষ্যে মদীনায় তাদের বিপরীত নতুন শক্তির উত্থান চিরতরে ধ্বংস করে দেয়া আর মদীনার বানিজ্য-পথ কোরায়েশদের জন্যে চির উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখা।

আল্লাহ্র রাসুল (দঃ) যিনি সব সময়ই দেশের সার্বিক অবস্থার ওপর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, ভাবলেন এবার সময় এসে গেছে চুড়ান্ত ফয়সালার। আর এখনই শক্ত-সাহসী কঠিন পদক্ষেপ নেয়ার সেই উৎকৃষ্ট সময়। অন্যতায় নতুন ইসলামের উদিত আলো পৃথিবী থেকে চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যাবে, ইসলাম আর কোনদিন মাথা তোলে দাঁড়াতে পারবেনা। এদিকে মাত্র দুই বৎসর হলো মক্কা থেকে আগত মুহাজিরীনগণ মদীনায় এসেছেন। তখনো অর্থনৈতিক ভাবে তারা ছিলেন খুবই দূর্বল। মদীনার আনসারগণও কোন প্রকার ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হন নি। তখন মুসলমানদের প্রতি ছিল স্থানীয় ইহুদীদের বৈরী-মনোভাব, পাশ্ববর্তি এলাকার কাফিরগণ ছিল কোরায়েশদের প্রতি সহানুভুতিশীল, আর স্বয়ং মদীনার মুসলমানদের মধ্যে একদল মানুষ ছিল মুনাফিক। এমতাবস্থায় কোরায়েশগণ যদি মদীনা দখল করে নেয় তাহলে হয়তো দুনিয়া থেকে মুসলমান জাতি চিরতরে বিলোপ হয়ে যাবে। আর যদি কোরায়েশগণ মদীনা দখল না করে শুধু তাদের বানিজ্য-কাফেলাকে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্ধার করে নিয়ে যায়, আর মুসলমানগণ বসে বসে নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করেণ, তা'ও হবে মুসলমানদের জন্যে চরম অপমান। কারণ এভাবে সকল কাফির, মুশরিক, ইহুদী সহ সারা আরব বিশ্বে মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাবে আর মদীনার মুনাফিকেরা প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা শুরু করে দেবে। তখন মুসলমানদের জান-মাল, বাড়ি ঘর মান-সম্মানের কোন নিরাপত্তা তো থাকবেই না,

মুহাজিরীনদের জন্যে মদীনায় বাস করাও হয়ে যাবে অসম্ভব। সেই সুযোগে কোরায়েশগণ আধিপত্য বিস্তার করবে সারা আরব জগতে। আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) এ সকল দিক বিবেচনা করেই অস্ত্রের মাধ্যমে কোরায়েশদের মোকাবিলা করার চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তিনি মক্কার মুহাজিরীন ও মদীনার আনসারগণকে এক জরুরী বৈঠকে সমেবেত করেলেন। সকলের সামনে সার্বিক অবস্থা ব্যাখ্যা করে নবীজী (দঃ) বল্লেন-‘ উত্তর দিকে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী নিয়ে একটি বানিজ্য কাফেলা, আর দক্ষিণ দিকে মক্কা থেকে একদল স-সস্ত্র সেনাবাহিনী মদীনাভিমুখে আসছে। আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন এই দুই দলের যে কোন একটি তোমাদের হস্তগত হবে। তোমরা এদের কোন্‌ দলকে আক্রমন করবে’? বেশীরভাগ লোক বানিজ্য কাফেলাকে আক্রমন করতে চাইলেন কিন্তু নবীজীর (দঃ) মনে ছিল অন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা। রাসুল (দঃ) তাঁর গোপন ইচ্ছে প্রকাশ না করে একই প্রশ্ন পুনরায় যখন করলেন, মক্কার মুহাজিরীনদের একজন, মিকাদ বিন আমর দাঁড়িয়ে বল্লেন- ‘হে আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) আপনি যে দিকে চাইবেন আমরা সে দিকেই যেতে রাজী আছি’। মদীনার মুসলমানগণকে নীরব নিরুত্তর দেখে নবীজী (দঃ) তাঁর সিদ্ধান্তের কথা তখনো প্রকাশ করলেন না। আনসারদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ব্যতিত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া সঠিক হবেনা। মদীনার মুসলমানগণ ইতিপূর্বে ইসলামী কোন অভিযানে অংশগ্রহন করেন নি। এখন সুযোগ এসেছে তারা যে ওয়াদা করেছিলেন, ইসলামের জন্যে তাদের জান-মাল বিসর্জন দিতে রাজী তা প্রমাণ করার। রাসুল (দঃ) মদীনার আনসারগণকে সরাসরি প্রশ্ন না করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে পুনরায় একই প্রশ্ন ব্যক্ত করলেন। এ পর্যায়ে এসে মদীনার সা’দ বিন মুয়াজ দাঁড়িয়ে বল্লেন-‘ হুজুর, প্রশ্নটি মনে হয় যেন আমাদেরকেই করা হয়েছে’। রাসুল (দঃ) বল্লেন, হাঁ। সা’দ বিন মুয়াজ বল্লেন- ‘আমরা আপনাকে নবী বলে বিশ্বাস করেছি আর প্রতিজ্ঞা করেছি আপনি যা বলবেন তা সত্য বলে মেনে নেবো। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) আপনার ইচ্ছেই পুরণ করা হউক, আপনি আমাদেরকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে যেতে বল্লেও আমরা সেদিকে যেতে প্রস্তুত আছি। আর আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি কাল যদি আপনি যুদ্ধের আহবান করেন, আমাদের একজন মানুষও পেছনে পড়ে থাকবেনা’। এর পর সিদ্ধান্ত হয় যে, বানিজ্য-কাফেলাকে আক্রমন নয়, বরং যুদ্ধের ময়দানে কোরায়েশদের মোকাবিলা করা হবে।

চলবে-